সংবাদ

তারিখ ১৪ JUL 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ছাত্রলীগকে নিয়ে দুই মন্ত্রণালয়ের জঙ্গিবাদ বিরোধী বৈঠক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ছাত্রলীগকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গিবাদবিরোধী মতবিনিময় সভার আয়োজন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জঙ্গিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যেসব তরুণ দেশে রক্তপাত ঘটাচ্ছে, তাদের শান্তির পথে ফিরে আসতে হবে। যারা পথভ্রষ্ট তারা যেন সঠিক পথে ফিরে আসে আমরা সেটাই চাই।' সভায় বেসরকারি

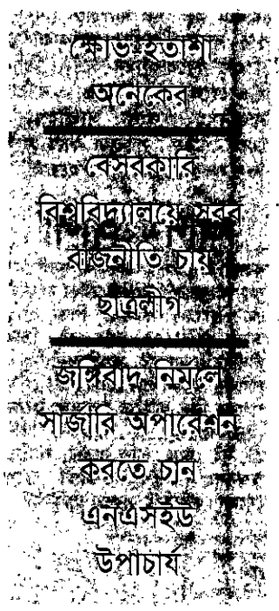

বিশ্ববিদ্যালয়ে সরব রাজনীতি দাবি করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন 'ছাত্রলীগ' সভাপতি সাইফুর রহমান বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই সরব রাজনীতি থাকতে হবে। কারণ নীরব রাজনীতি মানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস।'

জননিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা-বিষয়ক ওই সভায় ছাত্রলীগ নেতাদের আমন্ত্রণ জানানোয় সভায় উপস্থিত কয়েকজন ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন। তারা মনে করেন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ই অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই রাজনীতি উন্মুক্ত হলে ওই শিক্ষা ব্যবস্থাও হুমকির মুখে পড়বে।

গতকাল রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'জননিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা-বিষয়ক' এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

মতবিনিময় সভায় ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ আরও বলেন, 'সরব রাজনীতি না থাকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদের সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য অবশ্যই প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরব রাজনীতি শুরু করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'বলা হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিমুক্ত, আসলে কি রাজনীতিমুক্ত? সরব রাজনীতি নেই, সেখানে নীরব রাজনীতি আছে। আর নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে হিযবুত তাহ্‌রীরের সংগঠন আছে।'

অনুষ্ঠানে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি উন্মুক্ত হোক। ছাত্র রাজনীতি করতে পারবে না- এই মুচলেকা দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। এ সিদ্ধান্ত ছাত্রসমাজ মানে না, মানবে না।' বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির সুযোগ নেই। এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যোক্তারা ছাত্র রাজনীতি অনুমোদন করে না।

মতবিনিময় সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের কাছে সব তথ্য আছে, কারা মানুষ হত্যা করার মতো ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে জড়িত। তাদের ব্যাপারে সব জানি। আমরা কঠোর হতে চাই না, শান্তিপ্রিয় মানুষ শান্তি চাই। তাই যারা পথভ্রষ্ট হয়েছেন তারা পথে ফিরে আসুন।' রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করে কেউ পার পাবে না হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, 'স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রদ্রোহীদের কোন জায়গা নেই। আমরা কঠোর হাতে তা দমন করব। তবে জঙ্গিদের শরীরে কোন বিশেষ মাদক ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে কিনা- তা আমরা খতিয়ে দেখছি। আমরা মনে করি হয়তো মাদকের প্রভাবই তাদের গ্রাস করছে।' অভিভাবকদের উদ্দেশে আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, 'আপনাদের দুই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

দুই : মন্ত্রণালয়ের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সন্তানকে আপনারা সব সময় খেয়াল রাখবেন। তারা কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে- সবকিছু তদারকি করবেন। তাদের ভেতরে সামাজিকতা, সচেতনতা সৃষ্টি করার দায়িত্ব আপনাদের।'

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদের উদ্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নজরদারি বাড়িয়েছেন এজন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। অনেক আগে থেকেই আপনাদের প্রতি এই আহ্বান ছিল। কিন্তু তখন এতে সাড়া দেননি। এখন সাড়া দিয়েছেন, কিন্তু একটু দেরি হয়ে গিয়েছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষকদের চিনতে হবে এবং তাদের সম্পর্কে জানতে হবে- এমন মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক বলেন, এত ছাত্র, কার খবর নেব? চিনতে পারবেন না খবর রাখতে পারবেন না তো এত ছাত্র ভর্তি করেন কেন? যতটুকু চিনতে পারবেন ততটুকুই ভর্তি করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে চিনতে হবে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে।'

শিক্ষক নামধারী কিছু লোক কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করছে অভিযোগ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যারা শিক্ষক সমাজের কলঙ্ক সৃষ্টি করেছে তাদের রাখা যাবে না। তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে শিক্ষার্থীরা যেন বেহাতে না পড়ে যায়, তাদের নিরাপদ রাখতে যা করণীয় সরকারের পক্ষ থেকে সবই করা হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'কিছু প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদের চর্চা হচ্ছে, যা ইতিমধ্যে অনেকেই সেটা জানেন। আমরা এসব প্রতিষ্ঠানে কঠোর নজর রাখছি।' শিক্ষা কারিকুলাম প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'আপনি যেই মিডিয়ামেই পড়ান না কেন, বাধ্যতামূলক বাংলা পড়ানোর কথা বলে দেয়া আছে। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানই সরকারের বেঁধে দেয়া কারিকুলাম মানে না। কিন্তু সেটা না মানলে আর পার পাবেন না।'

আলোচনায় অংশ নিয়ে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) ভাইস চ্যান্সেলর আতিকুল ইসলাম বলেন, 'সার্জারি অপারেশনের মাধ্যমে নর্থ সাউথ থেকে জঙ্গিবাদ সমস্যা নির্মূল করা হবে। যেসব শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত, তাদের প্রতি নর্থ সাউথের পক্ষ থেকে ঘৃণা জানাচ্ছি।'

গৃহীত পদক্ষেপ প্রসঙ্গে এনএসইউ ভিসি বলেন, 'সব শিক্ষককে বলেছি, শিক্ষার্থীদের দিকে নজর রাখতে। নিয়মিত মটিভেশনের ব্যবস্থা করেছি। লাইব্রেরি পরিষ্কার করেছি এবং নামাজের জায়গাতে সিসি ক্যামেরা লাগিয়েছি।'

অভিভাবকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'বাসায় ফিরে সন্তান যেন দরজা বন্ধ করতে না পারে, সেদিকে নজর রাখুন। তাদের আচরণে কোন পরিবর্তন দেখলে অবশ্যই পুলিশকে জানান।'

সভায় সবার আলোচনা শুনে অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেন, 'সবার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছি, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ক্যান্সার (জঙ্গি) অপারেশন করে ফেলে দিতে হবে। কী কী করণীয় তা শুনেছি, এর অনেকগুলো পদক্ষেপই নর্থ সাউথে নেয়া হয়েছে।'

স্কলাস্টিকা স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রি. জে. (অব.) কাওছার আহমেদ বলেন, 'আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষার্থীকে মনিটরিং করা হয়। কিন্তু তারা যখন কম্পাউন্ডের বাইরে চলে যায়, তখন তো আর তাদের মনিটরিং করা সম্ভব হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসে একবার করে মটিভেশন সভার আয়োজন করে। সেখানে যদি পুলিশের উর্ধ্বতনরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকে এ ধরনের প্রবণতা দূর হবে।'

এছাড়া সভায় পুলিশ মহাপরিদর্শক একেএম শহীদুল হক, শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া, র‍্যাব মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ, বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, উপাচার্য, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১ জুলাই রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয় ও ৭ জুলাই কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে হামলা চালায় জঙ্গিরা। এই হামলায় অংশ নেয়া দুই জঙ্গি নিবরাস ইসলাম ও আবির রহমান নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাবেক শিক্ষার্থী। কয়েক বছর আগে থেকেই বিভিন্ন সময় জঙ্গি হামলাতেও এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীর নাম আলোচনায় আসে। নর্থ সাউথের শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও জঙ্গিদের সহযোগিতা করার অভিযোগ দীর্ঘদিনের।